শৈত্য প্রবাহ থেকে বোরো ধানের বীজতলাসহ অন্যান্য ফসল রক্ষার্থে কৃষক ভাইদের করণীয় ঃ

শৈত্য প্রবাহের কারণে বোরো ধানের চারা ক্রমশঃ হলুদাভ হয়ে মারা যায়। শীতের প্রকোপে চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগের কারণে চারা মারা যেতে পারে। এছাড়াও শৈত্য প্রবাহের কারণে আলু, টমেটো,সরিষা, শিমসহ বিভিন্ন রবি ফসল রোগে আক্রান্ত হতে পারে। .শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কৃষক ভাইদের রবি ফসল রক্ষায় বাড়তি কিছু যত্ন নেয়া দরকার।

বোরো বীজতলা রক্ষায় করণীয়

প্রতিদিন সরেজমিনে ফসলের ক্ষেত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
শৈত্য প্রবাহের সময় বীজতলা স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে।
রাত্রিবেলায় বীজতলায় ৩-৫ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে নলকূপের পানি ব্যবহার করা ভাল
বীজতলার পানি সকালে বেড় করে দিয়ে সন্ধ্যাবেলায় আবার নতুন পানি দিতে হবে।
প্রতিদিন সকালে চারার গায়ে লেগে থাকা/জমাকৃত শিশির লাঠি/কঞ্চি/দড়ি টেনে ঝড়িয়ে দিতে হবে।
অতিরিক্ত ঠান্ডায় বীজতলায় ছাই ছিটিয়ে তাপমাত্র ধরে রাখা যায়। কাজেই শৈত্য প্রবহ চলাকালীন সময়ে বীজতলায় ছাই ছিটাতে পারেন।
চারা পোড়ানো বা ঝলসানো রোগ দমনের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার আজোঅক্সিষ্ট্রবিন বা পাইরাকোস্ট্রবিন জাতীয় ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজতলায় দুপুরের পর স্প্রে করতে হবে।
বীজতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি শতক জমিতে ২৮০ গ্রাম হারে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।
ইউরিয়া সার প্রয়োগের পরও চারা সবুজ না হলে প্রতি শতক জমিতে ৪০০ গ্রাম হারে জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
রোপণের জন্য কমপক্ষে ৩৫-৪৫ দিনের চারা ব্যবহার করা উত্তম।
চারা রোপনকালে শৈত্য প্রবাহ শুরু হলে কয়েকদিন দেরি করে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে চারা রোপন করতে হবে।
রোপনের পর শৈত্য প্রবাহ হলে জমিতে ৫-৭ সেন্টিমিটার পানি ধরে রাখা ভাল।
সমন্বিত ব্যবস্থাপনা অনুশিলন করলে সুস্থ্য ও রোগমুক্ত চারা উৎপাদনের মাধ্যমে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব।

আলু ও টমোটো ফসল রক্ষায় করণীয়

ঘন কুয়াশা ও শৈত্য প্রবাহের কারণে আলু ও টমেটো ফসলে বিলম্বিত ধ্বসা (লেটব্লাইট) রোগের আক্রন্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এরূপ আবহাওয়ায় আলু ও টমেটো ফসলে প্রতিরোধক হিসাবে বর্দোমিক্সার অথবা মেনকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যায়।

সরিষা ও শিম ফসল রক্ষার্থে করণীয়

জমিতে হলুদ ফাঁদ স্থাপন করলে জাব পোকার উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। সরিষা ও শিম গাছে জাবপোকার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে বিষকাটালির রস অথবা জৈব বালাইনাশক/সাধারণ মানের কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

প্রচারে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহাকরী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে যেকোন মোবাইল অপারেটর থেকে কৃষি কল সেন্টারে ১৬১২৩ নম্বারে ফোন করুন।